দৈনিক সংবাদ

12

তারিখ 24 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ঢাকা : শুক্রবার, ৯ই মাঘ, ১৩৯৩

সংস্কারের অভাবে ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম

টাঙ্গাইল, ২০শে জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—জেলায় প্রায় ৫০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজের ত্রুটি এবং দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ভবনগুলো অধিকাংশই পাকিস্তান আমলে এবং কিছু বৃটিশ আমলে নির্মিত হয়। কতগুলো ভবনের অবস্থা এত শোচনীয় যে, যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

দীর্ঘদিন যাবৎ ওই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনগুলোর অবস্থা খারাপ থাকলেও শিক্ষা বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেননি।

নির্মাণ কাজে ত্রুটি এবং দীর্ঘ দিন সংস্কারের অভাবে শোচনীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মধুপুর উপজেলার যদুনাথপুর, কয়ড়া, বানিয়াজান, আলোকদিয়া, পাইস্কা, আগুরা, কে-গাঙ্গাইর ও গোপীনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল সদর উপজেলার তারটিয়া, ভটিয়া, ঘারিন্দা, ময়থা, হাতিলা ও আনাহোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালিহাতী উপজেলার রাজাফৈর, খিলদা ও গোপালদীঘি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালপুর উপজেলার হাদিরা ও সৈয়দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইল, নাল্দুরিয়া, হিংগানগর ও কৈজুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাসাইল উপজেলার নাকাছিমা, টেঙ্গুরিয়া পাড়া, মিরিকপুর, ময়থা ও পৌলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মীর্জাপুর উপজেলার চাকলেশ্বর, বানিয়ারা, ঝোপবাড়ী, গ্রামাটিয়া, পোষণামারী ও ওয়াশী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘাটাইল উপজেলার হাটকয়ড়া, সিঙ্গুরিয়া, গৌরাঙ্গী ও মাইজবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় ভবনগুলো সবই পাকা। এগুলোর সবকয়টিতেই ছাদে ফাটল দেখা দিয়েছে। বৃষ্টি হলে ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। অধিকাংশ ভবনের দেয়ালেও বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। দরোজা-জানালা ভেঙ্গে গেছে।

বিদ্যালয় এলাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগীয় কর্তাব্যক্তি এবং উপজেলা পরিষদগুলোকে অবহিত করেছেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এ ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগের ফ্যাসেলিটি বিভাগের স্থানীয় সহকারী প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় অর্ধ শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা অত্যন্ত করুণ—এ কথা স্বীকার করেন। সহকারী প্রকৌশলী জানান, অবিলম্বে বিদ্যালয় ভবনগুলোর ছাদ ভেঙ্গে ফেলা দরকার। তিনি আরো জানান, সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হয়েছে এবং তালিকা পাঠানো হয়েছে। পাঠানো তালিকাভুক্ত বিদ্যালয় ভবনগুলোর জন্য অনুমোদন মিলেছে। কিন্তু নির্মাণ কাজের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এখনও অর্থ বরাদ্দ করেননি। এর ফলে জীর্ণশীর্ণ বিদ্যালয় ভবনগুলো সংস্কার করতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে।